দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণ প্রচেষ্টা: একটি পর্যালোচনা

(The South Korea-North Korea Peaceful Reunification Initiative: An Analysis)

মো. সাজজাদ হোসেন[১]

সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর থেকে অদ্যাবধি দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া সম্পর্ক সবসময় উত্তেজনাপূর্ণ। যেকোন সময় ঐ উত্তেজনা সামরিক সংঘাতে রূপ নিতে পারে, যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট করতে পারে। এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া সম্পর্কের বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনা করে তাদের শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণের অগ্রগতি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা। বর্তমান প্রবন্ধে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণ প্রচেষ্টার অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতাসমূহ নির্ণয় করা হয়েছে। এই গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া উভয়ই শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণ চায়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে যেগুলোর সমাধান করে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণ সম্ভব হতে পারে।

মূল শব্দ: দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণ।

Abstract: The South Korea-North Korea relation has always been full of tensions since the end of the Second World War. Those tensions can turn into military conflicts any time which might me detrimental to regional stability and international peace. In such a situation South Korea and North Korea have been negotiating for a peaceful reunification for the previous two decades. But the South Korea-North Korea relation has not been normalized yet. In addition, North Korea has been continuously increasing nuclear weapons reserves and long-range missiles production. As a result, the South Korea-North Korea relation remains full of tensions. The

[১] সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ইমেইল: sazzad.ir@du.ac.bd

DOI: https://doi.org/10.59146/PBDHV12A3

objective of this research is to study the real scenario of South Korea-North Korea peaceful reunification initiative. This research study identifies the progress and limitations of the South Korea-North Korea reunification process. It is evident from the present research study that both of South Korea and North Korea want a peaceful reunification in the Korean peninsula. But there are many domestic, regional and international challenges. The South Korea-North Korea peaceful reunification is plausible if those challenges are resolved.

১. ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সমগ্র কোরিয়া উপদ্বীপ জাপানের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন আটত্রিশ ডিগ্রী অক্ষরেখা বরাবর কোরিয়া উপদ্বীপে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয় (Armstrong, 2005)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে কোরিয়া উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশে দক্ষিণ কোরিয়া নামের একটি রাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে কোরিয়া উপদ্বীপের উত্তর অংশে উত্তর কোরিয়া নামের অন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে (Cold War) জড়িয়ে পড়ে, এর প্রভাব উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার ওপরও পড়ে। তদুপরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতি রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত হয়। ফলে দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির দেশ হয়ে ওঠে (Bracken, 1995)। অন্যদিকে, উত্তর কোরিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসরণে একটি কমিউনিস্ট সিস্টেমের দেশ হয়ে ওঠে (Bracken, 1995)। এভাবে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া বিভাজনের সূচনা হয়, যেখানে সাবেক সম্মিলিত কোরিয়া উপদ্বীপ ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক মতবাদ সংবলিত দুটি আলাদা রাষ্ট্র হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন-- দুই সুপারপাওয়ার বৃহৎ রাষ্ট্র-- একক কোরিয়া থেকে দুইটি পৃথক জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অদ্যবধি দক্ষিন কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া নামে দুটি পৃথক সিস্টেমের (System) জাতিরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রয়েছে। বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রত্যক্ষ ভূমিকায় দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া নামে পৃথক রাষ্ট্রের মাধ্যমে কোরিয়া উপদ্বীপে বিভাজনের সূচনা হয় এবং প্রায় সত্তর বছর ধরে ঐ বিভাজনের স্থিতাবস্থা বজায় রয়েছে (D'Ambrogio, 2020)। কাজেই দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া সম্পর্ক স্বাভাবিক করে পুনরেকত্রীকরণের জন্য বৃহৎ শক্তিগুলোর দায়িত্ব রয়েছে। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানের পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা শক্তিগুলো দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া সম্পর্ক স্বাভাবিক করে পুনরেকত্রীকরণের জন্য উৎসাহ দেয় (Cho, 2022)। বিগত দুই দশক ধরে দুই কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণের আলোচনা চলছে, তবে কোন ফলপ্রসু সিদ্ধান্ত হয়নি। পুনরেকত্রীকরনের ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি ও ভিন্ন প্রস্তাব রয়েছে (Cho, 2022)। একইভাবে, দুই কোরিয়ার পুনরেকত্রীকরণ বিষয়ে বৃহৎ চারটি শক্তি-- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন ও জাপান-- ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে (Cho, 2022)।

এমন প্রেক্ষাপটে, দুই কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণ সহজ নয়। তবে সব পক্ষই দুই কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণ চায় (Park, 2014)। তাই দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণ অসম্ভব নয়। প্রয়োজন শুধু দুই কোরিয়ার মধ্যে সহনশীলতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া (Wertz, 2017)। দুই কোরিয়ার পুনরেকত্রীকরণের সমস্যাবলি চিহ্নিত করে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে অগ্রসর হলে, নিঃসন্দেহে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণ সম্ভব হবে।

২. গবেষণার যৌক্তিকতা

দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া সম্পর্ক নিয়ে ১৯৮০ এর দশকে এবং ১৯৯০ এর দশকে অনেক গবেষক গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলো প্রায় সব ইংরেজি ভাষায় এবং কোরিয়ান ভাষায় লিখিত। বাংলা ভাষায় দুই কোরিয়ার পুনরেকত্রীকরণ নিয়ে কোন পর্যালোচনা নেই। কিন্তু ১৯৯০ এর দশক থেকে বাংলাদেশের সাথে কোরিয়ার সম্পর্ক অত্যন্ত জোরদার হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দুই কোরিয়ার শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাই দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণ নিয়ে একটি সুস্পষ্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে এই গবেষণা প্রবন্ধে। আশা করা যায় বাংলা ভাষায় রচিত দুই কোরিয়ার সম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণ বিষয়ক এই প্রবন্ধ দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া সম্পর্ক বিষয়ক নতুন একটি গবেষণাকর্ম হিসেবে যুক্ত হবে। এতে গবেষক ও সাধারন পাঠকের কিছুটা হলেও উপকার হবে। কেননা দুই কোরিয়ার সম্পর্কের বর্তমান বাস্তবতা, পুনরেকত্রীকরণের চ্যালেঞ্জসমূহ, সমাধানসমূহ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির চারটি বৃহৎ শক্তির দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ এই গবেষণা প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণ ইস্যুটি আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আঞ্চলিক পরিমন্ডলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য এ বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা লাভের জন্য এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া সম্পর্কের বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনা করা।
- দুই কোরিয়া ও চার বৃহৎশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন ও জাপানের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান করা।
- দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণ সম্পর্কের অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা।
- সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্বের আলোকে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণের জন্য কিছু সুপারিশ তুলে ধরা।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটি বিশ্লেষণধর্মী ও পর্যালোচনামূলক। এই গবেষণায় প্রধানত দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণের অগ্রগতি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণা প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষকের

গবেষণাকর্ম অধ্যয়ন করে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত যথাযথ নিয়মে সন্নিবেশ করা হয়েছে। পরিশেষে, সংশ্লিষ্ট উৎস ও তথ্য-উপাত্তের সহযোগিতা নিয়ে দুই কোরিয়ার পুনরেকত্রীকরণ অবস্থা নিয়ে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে এই গবেষণা প্রবন্ধটিতে।

৫. সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্ব

জর্জ সোয়ার্জেনবার্গার এবং ইনিস ক্লড সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্ব নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন (Schwarzenberger, 1951; Claude, 1962)। তাদের মতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্ব (Collective Security) ব্যবহার করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) বিশ্বাস করতেন পৃথিবীতে নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্ব অত্যন্ত কার্যকর (Sullivan, 1976)। সহজ ভাষায় বলা যায়, কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্র অথবা একাধিক রাষ্ট্রের জোট যদি অন্য রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রসমূহের ওপর হামলা চালায় তবে রাষ্ট্রগুলো জোট ও প্রতিপক্ষ জোট তৈরি করে সমষ্টিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। মূল কথা হল, আগ্রাসনকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো সমষ্টিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনর্বহাল করে (Reus-Smut, 2010)। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো চাইলে সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্বের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করা সম্ভব। এজন্য আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমষ্টিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, এমনকি সমষ্টিগত ভাবে যুদ্ধও করতে হয় (Claude, 1962)। তবে সমষ্টিগত নিরাপত্তা উদ্যোগের রাষ্ট্রগুলোর শক্তি সামর্থ্য আগ্রাসনকারী রাষ্ট্রের শক্তি-সামর্থ্যের চেয়ে বেশি হওয়া প্রয়োজন। সমষ্টিগত নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রগুলো তাদের একের ওপর যেকোন হামলা ও আগ্রাসনকে তাদের সবার ওপর হামলা ও আগ্রাসন বলে মনে করে। এজন্য সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্বের আলোকে রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনে বিভিন্ন চুক্তি করে যেখানে অংশগ্রহণকারী সবার জন্য একই নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় (Schwarzenberger, 1951)।

প্রধানত, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রগুলো সমষ্টিগত নিরাপত্তা ধারণা কার্যকর করতে আগ্রহী হয়। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়ার সম্পর্ক এমন প্রাসঙ্গিক উদাহরণ যেখানে পূর্ব এশিয়া এবং বৃহত্তর এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা জড়িত (Dujarric, 1998)। ফলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্ব অনুসরণ করে আঞ্চলিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে আগ্রহী। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রায়শ দেখা যায় যে কোন নির্দিষ্ট একটি আঞ্চলিক পরিস্থিতির অবনতি হয়ে এক পর্যায়ে তা এমনকি বৈশ্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতাকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। সেক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিগুলো সমষ্টিগত নিরাপত্তা ধারণাকে যথেষ্ট ফলপ্রসু ও কার্যকর পন্থা হিসেবে বিবেচনা করে। কিন্তু সমষ্টিগত নিরাপত্তা ধারণা সবসময় যুদ্ধ প্রতিরোধের অথবা শান্তি স্থাপনের শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তবুও আঞ্চলিক ভারসাম্যপূর্ণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্ব অন্যতম একটি কার্যকর বিকল্প কৌশল হিসেবে সমাদৃত (Reus-Smut, 2010)। বিশেষ করে যেসকল স্থানীয় ও আঞ্চলিক সমস্যা বৃহত্তর পরিসরে বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করতে পারে, সেসকল ক্ষেত্রে সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্ব প্রয়োগ ফলপ্রসূ হতে পারে। কারণ বিশ্ব ব্যবস্থার বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো চাইলে সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্বের অনুসরণ ও প্রয়োগ করে সামষ্টিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য কাজ করতে পারে।

৬. দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া সম্পর্কের বর্তমান বাস্তবতা

দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া সম্পর্কের বর্তমান বাস্তবতায় খুব প্রভাবশালী নিয়ামক হচ্ছে তাদের পৃথক পৃথক সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক দর্শন এবং অর্থনৈতিক নীতিসমূহ।

৬.১. দুই কোরিয়ার সমাজ ব্যবস্থার ভিন্নতা

১৯৪৫ সালে যখন প্রথম কোরিয়া উপদ্বীপের দুই অংশকে আটত্রিশ ডিগ্রী বরাবর দুই সুপার পাওয়ারের মধ্যে ভাগ করা হল তখন কোরীয় জনগণ বুঝতে পারেনি যে তারা পৃথক সমাজ ব্যবস্থায় চালিত হবে (Gentile, 2019)। ১৯৫০-১৯৫৩ ব্যাপী কোরিয়া যুদ্ধের পরবর্তী ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পাঁচ দশক-ব্যাপী দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া সম্পূর্ণভাবে পৃথক সামাজিক সিস্টেমের মধ্যে চলে যায় (Armstrong, 2005)। দশকের পর দশক ধরে দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতমুখী সমাজের ধরণ প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই কোরিয়ার মধ্যে সকল প্রকার যোগাযোগ, পরিবহন ও লেনদেন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকার ফলে দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ায় স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যময় সমাজ ব্যবস্থা বিকশিত হয় (Pollack, 1999)। উত্তর কোরিয়ায় কঠোর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে কমিউনিস্ট মডেলে সমাজ বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ায় পশ্চিমা ধাঁচের আধুনিক মুক্ত চিন্তার সহনশীল সমাজ ব্যবস্থা বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কোরিয়া উপদ্বীপের ইতিহাস রচনা করে এবং প্রকাশ করে (Pollack, 1999)।

অন্যদিকে, দক্ষিন কোরিয়ায় সমাজ বিনির্মাণে উদারবাদী নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু উত্তর কোরিয়ায় সমাজ বিনির্মাণে কর্তৃত্ববাদী নীতি প্রয়োগ করা হয়। ফলে, দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া হাজার বছরের পুরনো কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ভিন্ন ভাবে এবং বিপরীতভাবে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। সবকিছু মিলিয়ে স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ায় গত সাত দশকের ব্যবধানে আলাদা মনন ও সমাজ ব্যবস্থা বিস্তার লাভ করে (Wertz, 2017)।

৬.২. দুই কোরিয়ার রাজনৈতিক দর্শনের ভিন্নতা

দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া বিভাজনের পর থেকে দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের মডেল গ্রহণ করে এবং উত্তর কোরিয়া কমিউনিস্ট-লেনিনিস্ট মডেল গ্রহণ করে (Yang, 1994)। দক্ষিণ কোরিয়ায় নিয়মিত গণতন্ত্রের চর্চা চলতে থাকে। দক্ষিণ কোরিয়ায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিয়মিত জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এভাবে ১৯৮০ এর দশক থেকে দক্ষিন কোরিয়ায় অত্যন্ত উঁচু মানের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দর্শন বিরাজমান রয়েছে (Yang, 1994)। অন্যদিকে, উত্তর কোরিয়া কমিউনিস্ট-লেনিনিস্ট রাজনৈতিক দর্শন গ্রহণ ও প্রয়োগ করে উত্তর কোরিয়ায় কর্তৃত্ববাদী একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে (Yang, 1994)। উত্তর কোরিয়ায় জনগণের রাজনৈতিক মুক্ত চিন্তার সুযোগ নেই। উত্তর কোরিয়ায় নাগরিকদের স্বাধীন মত প্রকাশের এবং স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানের সুযোগ সীমিত। উত্তর কোরিয়া কমিউনিস্ট রাজনৈতিক দর্শন ধারণ করে চীন, কিউবা, ভেনিজুয়েলা-সহ গুটিকয়েক দেশের সাথে সম্পর্ক রেখেছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ কোরিয়া গণতন্ত্র গ্রহণ করে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। উত্তর কোরিয়া কমিউনিস্ট- লেনিনিস্ট দর্শন গ্রহণ করে অনেকটা স্বেচ্ছায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া গণতন্ত্র

চর্চা করে মুক্তবিশ্বের সবার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। দুই কোরিয়ার রাজনৈতিক দর্শনের ভিন্নতা স্পষ্টভাবে তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার সর্বত্র প্রতিফলিত হয় (CRS Report R41481, 2022)।

৬.৩. দুই কোরিয়ার অর্থনৈতিক নীতিসমূহের ভিন্নতা

বিশ্ব পরিমন্ডলে দুই সুপার পাওয়ারের মধ্যে যখন ঠান্ডা লড়াই চলছিল, তখন দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনীতিতে পশ্চিমা পুঁজিবাদী নীতিসমূহ গ্রহণ ও অনুকরণ করে (Armstrong, 2005)। অন্যদিকে উত্তর কোরিয়া কমিউনিস্ট নীতিতে অর্থনীতি পরিচালনা করে। দুই কোরিয়ায় বিভক্ত হওয়ার পূর্বে উত্তর কোরিয়া খনিজ সম্পদ, শিল্পায়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদে দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ ছিল (Bracken, 1995)। দক্ষিণ কোরিয়া ছিল মূলত কৃষি প্রধান অঞ্চল। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া বিভাজনের পরে দক্ষিণ কোরিয়া পুঁজিবাদী নীতিসমূহ গ্রহণ ও প্রয়োগ করে এবং পশ্চিমা অর্থনৈতিক সাহায্য লাভ করে। ফলশ্রুতিতে, দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে উত্তর কোরিয়ার অর্থনীতি দুর্বল হতে হতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। এমনকি উত্তর কোরিয়াকে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি-ও মোকাবেলা করতে হয়েছে (North Korea's Food Crisis, 1997)। তারপরেও উত্তর কোরিয়া কমিউনিস্ট কর্তৃত্ববাদী অর্থনৈতিক নীতিসমূহে বজায় রেখেছে। শুধু চীন ও রাশিয়ার সাথে উত্তর কোরিয়ার সীমিত অর্থনৈতিক লেনদেন আছে। পারমানবিক অস্ত্রের ইস্যুতে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক অবরোধ রয়েছে (Akinpopoola, 2019)। ফলে, উত্তর কোরিয়ার ভগ্ন অর্থনীতির অবস্থা এমন যে তার যেকোন সময় পতন হতে পারে। অন্যদিকে, দক্ষিণ কোরিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী অর্থনীতি অর্জন করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দুই কোরিয়া পৃথক হওয়ার পর থেকে দুই কোরিয়াতে পৃথক পৃথক মুদ্রা ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এখন পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া আলাদা মুদ্রা ব্যবহার করছে (Cho, 2022)। যা দুই কোরিয়ার আলাদা অর্থনৈতিক নীতিসমূহের ভিন্নতা তুলে ধরে। অবশ্য দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণের ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের জন্য একটি মুদ্রা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন হবে। এসবের বাইরে দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনীতিতে বেসরকারি খাত বিকাশের সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু উত্তর কোরিয়ায় বেসরকারি খাত বিকাশের কোন সুযোগ দেয়া হয়নি। উত্তর কোরিয়া অর্থনীতির সর্বত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব ধরে রেখেছে।

৭. দুই কোরিয়া ও চার বৃহৎশক্তির বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি

৭.১. দক্ষিণ কোরিয়া

দক্ষিণ কোরিয়া মূলত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জোট করে মার্কিন সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে (CRS Report R41481, 2022)। দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণে দক্ষিণ কোরিয়া চায় সম্মিলিত কোরিয়া রাষ্ট্র একটি একক সাধারণ ব্যবস্থায় পরিচালিত হবে। অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থায় ভিন্নতা থাকবে না, রাজনৈতিক দর্শন একরকম হবে, অর্থনৈতিক নীতিসমূহ অভিন্ন হবে (White Paper, 1996)। এতে সামগ্রিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। দক্ষিণ কোরিয়া নীতিগতভাবে উত্তর কোরিয়ার সাথে সহযোগিতামূলক শান্তিপূর্ণ অবস্থান চায়। আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে ধাপে ধাপে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণ বাস্তবায়ন হওয়া

উচিত (White Paper, 1996)। একটি সম্মিলিত কোরিয়া রাষ্ট্রের রাজধানী দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমান রাজধানী সিউলে হোক এমনটি দক্ষিণ কোরিয়ার প্রত্যাশা। দক্ষিণ কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণের জন্য মোটা দাগে তিনটি ধাপের প্রস্তাব করেছে (White Paper, 1996)। প্রথমত, দুই কোরিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি সই করা যেখানে কেউ কোন আগ্রাসন চালাবে না মর্মে প্রতিশ্রুতি থাকবে। দ্বিতীয়ত, দুই কোরিয়ার মধ্যে পারস্পরিক আস্থা স্থাপন করা। তৃতীয়ত, সমগ্র কোরিয়া উপদ্বীপে প্রভাবমুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী সম্মিলিত কোরিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। দক্ষিণ কোরিয়ার মতে, দক্ষিণ কোরিয়া সবক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়। দক্ষিণ কোরিয়া চায় অহিংস উপায়ে ধাপে ধাপে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণ সম্পূর্ণ হোক।

৭.২. উত্তর কোরিয়া

উত্তর কোরিয়া চায় উত্তর কোরিয়ার নেতৃত্বে সম্মিলিত কোরিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক যেখানে একটি ফেডারেশন সিস্টেম থাকবে (Akinpopoola, 2019)। সম্মিলিত কোরিয়া রাষ্ট্রের রাজধানী হবে উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ংইয়ং। আলোচনা সমঝোতার মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া সম্পর্ক স্বাভাবিক না হলে উত্তর কোরিয়া সশস্ত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়াকে মুক্ত করে সম্মিলিত কোরিয়া রাষ্ট্র ফেডারেল সিস্টেমে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় (Akinpopoola, 2019)। এছাড়া উত্তর কোরিয়া পারমানবিক অস্ত্র পরিত্যাগ করতে চায় না। পশ্চিমা দেশগুলো পারমানবিক নিরস্ত্রীকরণের জন্য চাপ অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু উত্তর কোরিয়া কোনভাবে পারমানবিক নিরস্ত্রীকরণ করতে রাজি নয় (Kim, 2014)। ফলে অনেকে মনে করে উত্তর কোরিয়া সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে দক্ষিণ কোরিয়াকে সংযুক্ত করে সম্মিলিত কোরিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাকচ করেনি। তবে উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাথে শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়ে আলোচনার পথ খোলা রাখার বার্তা দিয়েছেন। অর্থাৎ উত্তর কোরিয়া শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণের বিপক্ষে নয় (Cho, 2022)।

৭.৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণ ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে (CRS Report R41481, 2022)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি সুপার পাওয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়। প্রায় চার দশক ব্যাপী ঠান্ডা লড়াইয়ের সময়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার রাজনৈতিক দর্শন প্রয়োগ করে এবং মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখে। কোরিয়া উপদ্বীপে উত্তর কোরিয়া যাতে কোন আগ্রাসন চালাতে না পারে তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা সতর্ক ছিল (CRS Report R41481, 2022)। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অদ্যবধি দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন ধাঁচের গণতন্ত্র এবং মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বজায় রেখেছে। তবে ১৯৯০ এর দশক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই কোরিয়ার পুনরেকত্রীকরণকে উৎসাহ দিচ্ছে (D'Ambrogio, 2020)। কিন্তু পুনরেকত্রীকরণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফর্মুলা হচ্ছে গণতান্ত্রিক কোরিয়া এবং পুঁজিবাদী কোরিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্য একটি চাওয়া হচ্ছে কোরিয়া উপদ্বীপকে পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত করা, অর্থাৎ

উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ বাস্তবায়ন করা (Kim, 2014)।

৭.৪. রাশিয়া

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে রাশিয়া উত্তর কোরিয়ার সাথে সম্পর্ক জোরালো করে (Jinbao, 1999)। সোভিয়েত ইউনিয়নের মত রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ায় রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলগত স্বার্থের কথা জানান দেয়। রাশিয়ার সীমান্তের পাশে অবস্থিত কোরিয়া উপদ্বীপ একটি একক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হলে তাতে রাশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক এবং সামরিক কৌশলগত অবস্থানের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে। ফলে রাশিয়া চায় না শক্তিশালী একটি কোরিয়া রাষ্ট্র রাশিয়ার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য মাথা ব্যথার কারণ হোক। দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির কড়া বিরোধিতা করে রাশিয়া (Cho, 2022)। পাশাপাশি, এশিয়া এটাও চায় না যে কোরিয়া উপদ্বীপে চীন অথবা জাপানের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী হোক। কারণ চীন ও জাপান রাশিয়ার সীমান্তের কাছে অবস্থিত এবং চীন ও জাপান উভয়ই যথেষ্ট শক্তিশালী রাষ্ট্র। এতদসত্ত্বেও রাশিয়া চায় দক্ষিণ কোরিয়া এবং উত্তর কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণ হোক। তবে রাশিয়ার ফর্মুলা হচ্ছে পুনরেকত্রীকরণে উত্তর কোরিয়াকে দুর্বল করা যাবে না। তাছাড়া রাশিয়ার অন্য একটি চাওয়া হচ্ছে পুনরেকত্রীকরণে দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া সম্মিলিতভাবে এমন চুক্তি করবে, অথবা প্রতিশ্রুতি দেবে যে, কোরিয়া রাষ্ট্র রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করবে না।

৭.৫. চীন

১৯৫০ এর দশকে কোরিয়া যুদ্ধের সময়ে চীন উত্তর কোরিয়ার সাথে জোট করে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা জোটের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল (Bracken, 1995)। এখন পর্যন্ত চীন উত্তর কোরিয়ার অন্যতম সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক। তবে, বর্তমানে চীন দুই কোরিয়ার সাথেই ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছে। পশ্চিমা দেশগুলো উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছে চীন তার সমালোচনা ও বিরোধিতা করে (Gancheng, 1996)। কারণ উত্তর কোরিয়ায় অর্থনীতির বিপর্যয় ঘটলে লক্ষ লক্ষ উত্তর কোরিয়ার বাসিন্দা চীনে আশ্রয় চাইতে পারে। ফলে এই মুহূর্তে কোরিয়া উপদ্বীপের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে চীনের উদ্বেগ মূলত অর্থনৈতিক দু:শ্চিন্তাকে কেন্দ্র করে ক্রিয়াশীল। তবে চীন স্পষ্টভাবে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণ চায় (Gancheng, 1996)। চীনের প্রত্যাশা হচ্ছে সম্মিলিত কোরিয়া রাষ্ট্র চীনের প্রতি ক্ষতিকর অথবা বিরুদ্ধ হবে না। চীনের অন্য একটি চাওয়া হচ্ছে কোরিয়া রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমা প্রভাব বলয়ের নিকট নিজেকে সমর্পণ করবে না। তাছাড়া চীন কোরিয়া উপদ্বীপে স্থিতিশীলতা দেখতে চায়। সেজন্য দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণের জন্য চীন অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগুলোর সাথে কাজ করতে সম্মতি জানিয়েছে (Gentile, 2019)।

৭.৬. জাপান

কোরিয়া বিষয়ে জাপানের অবস্থানের ভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে (Hughes, 1998)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে কোরিয়া উপদ্বীপ জাপানের উপনিবেশ ছিল (Hughes, 1998)। ঐ সময় জাপানের

সামরিক বাহিনী কোরিয়ার জনগণের উপর ব্যাপক নির্যাতন নিপীড়ন চালায় (Park, 2014)। কোরিয়ার জনগণের মননে ঔপনিবেশিক ঐ নির্যাতন গভীর প্রভাব ফেলে। কোরিয়ার জনগণ ঔপনিবেশিক নির্যাতনের জন্য জাপানকে ক্ষমা চাইতে বলে। সম্মিলিত কোরিয়া রাষ্ট্র জাপানের জন্য তিক্ততা তৈরি করতে পারে। কার্যত জাপান চায় দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া বিভাজন ও পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকুক। তাহলে কোরিয়া উপদ্বীপে শক্তিশালী জাপান-বিরোধী পরিস্থিতি তৈরী হবে না। তবে জাপানের ঘনিষ্ঠ মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণকে উৎসাহ দিচ্ছে। তাই জাপান কোনভাবে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণের বিরোধিতা করে না (Hughes, 1998)। পুনরেকত্রীকরণ ইস্যুতে জাপানের চাওয়া হচ্ছে উত্তর কোরিয়া রাষ্ট্রটি দক্ষিণ কোরিয়া রাষ্ট্রের সাথে মিশে যাবে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার নেতৃত্বে সম্মিলিত কোরিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। জাপানের অন্য একটি চাওয়া হচ্ছে রাশিয়া অথবা চীনের সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার সম্পর্ক খুব বেশি ঘনিষ্ঠ হবে না। এটা স্পষ্ট যে জাপান কোরিয়া উপদ্বীপে মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে যাবে না (CRS Report R41481, 2022)।

৮. আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমীকরণ এবং কোরিয়া উপদ্বীপে পারমানবিক সংকট

৮.১ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমীকরণ

বহুবিধ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমীকরণের কারণে দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার রাজনৈতিক পরিমন্ডল ছিল সবসময়ই উত্তেজনাপূর্ণ (Armstrong, 2005)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র। অন্যদিকে, চীন ও রাশিয়া হচ্ছে উত্তর কোরিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র। কয়েক দশক ধরে দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণের জন্য আলোচনা করছে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমীকরণ এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইউরোপিয় ইউনিয়ন চায় উত্তর কোরিয়া সম্পূর্ণভাবে পারমানবিক অস্ত্র পরিত্যাগ করবে। কিন্তু চীন ও রাশিয়া চায় না উত্তর কোরিয়া সম্পূর্ণভাবে পারমানবিক অস্ত্র ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরিত্যাগ করুক। কিন্তু দুই-কোরিয়ার শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণের জন্য উত্তর কোরিয়ার পারমানবিক নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন বলে দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বাস করে। বৃহৎ শক্তিগুলোর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমীকরণের এমন অবস্থায় দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে (Gentile, 2019)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা জোট পূর্ব এশিয়া ও এশিয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রভাব বলয় ধরে রাখার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণ ইস্যুতে খুব সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে (Armstrong 2005)। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ জোট অর্থাৎ চীন ও রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী প্রভাব বলয় বজায় রাখার জন্য দুই-কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণ ইস্যুতে সক্রিয় থাকছে। অর্থাৎ, দুই-কোরিয়ার শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমীকরণ প্রভাব বিস্তার করছে।

৮.২. কোরিয়া উপদ্বীপে পারমাণবিক সংকট ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ইস্যু

উত্তর কোরিয়া ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করে (Kim, 2014)। পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার জন্য উত্তর কোরিয়া দূরপাল্লার আন্তঃমহাদেশিয় ক্ষেপনাস্ত্র (ICBM) উৎপাদন ও উন্নয়ন শুরু করে। বর্তমানে উত্তর কোরিয়ার সক্ষমতা রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষেপনাস্ত্র ছুঁড়ে

পারমানবিক হামলা করার। ফলে কোরিয়া উপদ্বীপের পারমাণবিক সংকট ও উত্তর কোরিয়ার দূরপাল্লার আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। একইসাথে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার ও ক্ষেপনাস্ত্র কর্মসূচী দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছে। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন যে চীন ও রাশিয়া বিভিন্নভাবে গোপনে উত্তর কোরিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্র সংক্রান্ত প্রযুক্তি ও ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়নের প্রযুক্তি সরবরাহ করেছে (Kim, 2014)। স্পষ্টত কোরিয়া উপদ্বীপে পারমাণবিক সংকট এবং দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ইস্যুতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বৃহৎ শক্তিগুলোও জড়িত। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে কোরিয়া উপদ্বীপে পারমাণবিক সংকট ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ইস্যুর সমাধান অন্বেষণ করা বাঞ্ছনীয়। তাহলে দুই কোরিয়ার মধ্যে শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণ সহজতর হবে।

৯. দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণ পর্যালোচনা

৯.১. দুই কোরিয়ার পুনরেকত্রীকরণে সমস্যাবলি ও চ্যালেঞ্জসমূহ

ইতোমধ্যে উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহ এবং বিশ্লেষণসমূহ থেকে দুই কোরিয়ার পুনরেকত্রীকরণে নিম্নোক্ত সমস্যাবলি ও চ্যালেঞ্জসমূহ স্পষ্ট হয়। প্রথমত, দুই কোরিয়ার সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবে ভিন্ন ভিন্ন। দ্বিতীয়ত, দুই কোরিয়ার রাজনৈতিক দর্শন পৃথক পৃথক। তৃতীয়ত, দুই কোরিয়ার অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতিসমূহের ভিন্নতা রয়েছে। চতুর্থত, বৃহৎ চার শক্তির (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, জাপান) নিজ নিজ স্বার্থ ও পুনরেকত্রীকরণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। পঞ্চমত, পুনরেকত্রীকরণের পরে নবসৃষ্ট সম্মিলিত কোরিয়া রাষ্ট্রের রাজধানী কোথায় হবে তা নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ষষ্ঠত, পুনরেকত্রীকরণের পরে দক্ষিণ কোরিয়া অথবা উত্তর কোরিয়া কোন দেশের মুদ্রা সম্মিলিত কোরিয়া রাষ্ট্রের মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে দুই কোরিয়ার মতপার্থক্য আছে। সপ্তমত, পুনরেকত্রীকরণের পরে উত্তর কোরিয়ার পারমানবিক অস্ত্র-ভান্ডার ধ্বংস করা হবে অথ বা সম্মিলিত কোরিয়া রাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্রধারী থাকবে কি না তা নিয়ে দুই কোরিয়ার মতভেদ আছে।

৯.২. দুই কোরিয়ার শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণের জন্য সমাধান ও সুপারিশসমূহ

দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণের জন্য নিম্নোক্ত সমাধান ও সুপারিশ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমত, ধীরে ধীরে দুই কোরিয়ার জন্য পূর্বের ন্যায় একই সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে সমগ্র কোরিয়ার জনগণকে একত্রিত করা। দ্বিতীয়ত, দুই কোরিয়ার জন্য আধুনিক গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক চর্চা রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে গ্রহণ করা। তৃতীয়ত, দুই কোরিয়ার জন্য মুক্ত বাণিজ্য ও সমসাময়িক পশ্চিমা ধাঁচের অর্থনৈতিক নীতিসমূহ গ্রহণ করে দুই কোরিয়ার সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখা। চতুর্থত, বৃহৎ চার শক্তির সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য সচেষ্ট হওয়া। পঞ্চমত, পুনরেকত্রীকরণের পরে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল ও উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ংইয়ং এর পরিবর্তে নতুন কোন স্থানে নতুন একটি রাজধানী স্থাপন করা। ষষ্ঠত, পুনরেকত্রীকরণের পরে সম্মিলিত কোরিয়া রাষ্ট্রের জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটি মুদ্রা চালু করা। সপ্তমত, পুনরেকত্রীকরণের পরে সম্মিলিত কোরিয়া রাষ্ট্রকে পারমানবিক অস্ত্রমুক্ত ঘোষণা করে উত্তর কোরিয়ার কাছে থাকা পারমানবিক অস্ত্রসমূহ ধ্বংস করা।

১০. সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্ব ও দুই কোরিয়ার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক নিয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া বিভাজনের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্ব প্রয়োগ করে দক্ষিণ কোরিয়ার নিরাপত্তা বজায় রাখতে চায়। দক্ষিণ কোরিয়ার ওপর উত্তর কোরিয়ার যেকোন হামলা হলে তা মার্কিন স্বার্থের উপর হামলা বলে গণ্য হবে মর্মে দক্ষিণ কোরিয়া-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমঝোতা রয়েছে। এছাড়া, দক্ষিন কোরিয়ায় বিশাল সংখ্যক মার্কিন সেনা মোতায়েন করা রয়েছে। ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধ শুরু হয় দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে (Bracken, 1995)। কিন্তু খুব দ্রুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে যায় দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে সমষ্টিগত জোট করে পশ্চিমা বিশ্বের সমষ্টিগত নিরাপত্তা সহযোগিতা দক্ষিণ কোরিয়াকে সরবরাহ করে। এতে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া যুদ্ধের গতিপথ পাল্টে যায়। তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর কোরিয়াকে সমর্থন-সহযোগিতা প্রদান করে। তাছাড়া, চীন উত্তর কোরিয়ার পক্ষ গ্রহণ করে কোরিয়া যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ১৯৫৩ সালে কোরিয়া যুদ্ধে এক ধরনের যুদ্ধবিরতি হয় (Bracken, 1995)। তখন থেকে আজ পর্যন্ত কোরিয়া উপদ্বীপে উত্তেজনা রয়েছে। ১৯৯০ এর দশকে ঠাণ্ডা লড়াই সমাপ্ত হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয় (Reus-Smut, 2010)। ঠাণ্ডা লড়াই সমাপ্ত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই কোরিয়াকে শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণ করতে আহ্বান জানায়। তিন দশক ধরে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া আলোচনা ও যোগাযোগ করছে পুনরেকত্রীকরণের জন্য। কিন্তু শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণের ক্ষেত্রে দুই কোরিয়ার মধ্যে কিছু চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা রয়েছে। চার বৃহৎ শক্তি আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হলে এবং দুই কোরিয়া দৃঢ় পুনরেকত্রীকরণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ করলে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণ সম্ভব হবে। ১৯৫০ সালে সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্ব ধারণ করতে গিয়ে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো দক্ষিন কোরিয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সমষ্টিগত জোট তৈরি করে (Lukin, 1997)। অন্যদিকে, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন উত্তর কোরিয়াকে সমর্থন দিয়ে প্রতিপক্ষ জোটের মাধ্যমে উত্তর কোরিয়াকে সমষ্টিগত নিরাপত্তা দেয় (Lukin, 1997)। ফলে, এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে কোন জোটের জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল না। প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ কোন সমাধান নয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্বের বাইরে দুই কোরিয়াকে পুনরেকত্রীকরণ আলোচনা করতে আহ্বান জানিয়েছিল (Jinbao, 1999)। মার্কিন আহ্বানকে গুরুত্ব দিয়ে বৃহৎ শক্তিগুলোও বিগত কয়েক বছর ধরে দুই কোরিয়াকে পুনরেকত্রীকরণের জন্য উৎসাহ দিয়েছে। একদিক থেকে এটা একটি বড় অর্জন (Cho, 2022)। কেননা দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া সম্পর্ক শুধু সমষ্টিগত নিরাপত্তা তত্ত্বের মধ্যে আবর্তিত হবে না-- এই উপলব্ধি দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণ প্রচেষ্টাকে বেগবান করেছে। এখন দুই কোরিয়া এবং চার বৃহৎশক্তি বিশ্বাস করে যে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণ সম্ভব।

১১. উপসংহার

দুই কোরিয়ার সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দর্শন এবং অর্থনৈতিক নীতিসমূহ এখনো ভিন্ন ভিন্ন। এছাড়া পুনরেকত্রীকরণ বিষয়ে দুই কোরিয়ার মধ্যে অনেক মত-পার্থক্য আছে। তদুপরি বৃহৎ চার শক্তির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও স্বার্থগত পার্থক্য আছে। তবে দক্ষিণ কোরিয়া-উত্তর কোরিয়া পুনরেকত্রীকরণ অসম্ভব কিছু নয়। দুই জার্মানির মধ্যে ১৯৯০ এর দশকে যেভাবে পুনরেকত্রীকরণ হয়েছিল, দুই কোরিয়ার

মধ্যেও উপযুক্ত সময়ে পুনরেকত্রীকরণ সম্ভব। সেজন্যে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন ব্যবস্থা ফলপ্রসু হতে পারে। স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে দুই কোরিয়ার মধ্যে সকল প্রকার পরিবহন, চলাচল ও ডাকযোগাযোগ চালু করা প্রয়োজন। মধ্য মেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে দুই কোরিয়ার মধ্যে নিজস্ব মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থায় বাণিজ্য ও অংশীদারিত্ব-মূলক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা দরকার। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থায় দুই কোরিয়ার মধ্যে নিয়মিত পুনরেকত্রীকরণ আলোচনা ও সমঝোতার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। চার বৃহৎ শক্তি- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন ও জাপান- দুই কোরিয়ার পুনরেকত্রীকরণ বিষয়ে মধ্যস্থতা করতে পারে ও উৎসাহ যোগাতে পারে। সর্বোপরি, দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া উভয়কেই সহনশীল এবং উদারপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুনরেকত্রীকরণের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। তবেই সম্ভব হবে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ কাটিয়ে উঠে দুই কোরিয়ার শান্তিপূর্ণ পুনরেকত্রীকরণ বাস্তবায়ন করা।

References

Akinpopoola, M., Oluwadra, D.E. & Adesgun, A.A. (2019). North Korea Nuclear Proliferation in the Context of the Realist Theory: A Review, *European Journal of Social Sciences*. *Vol*. 58, No. 1, 75-82.

Armstrong, C.K. (2005). Inter-Korean Relations in Historical Perspective. *International Journal of Korean Unification Studies*. *Vol*. 14, No. 2, 1-20.

Bracken, P. (1995). Risks and Promises in the Two Koreas. *Orbis*. *Vol*. 39, No. 1, 55-64.

Claude, I.L. (1962). *Power and International Relations*. Random House.

Cho, H. (2022). A Contemplation on North Korea Policy and Normalization of Inter-Korean Relations. *The Korea Institute for National Unification*. 1-11.

D'Ambrogio, E. & Yang, M. (2020). Korean Peninsula: State of Play. *European Parliament Briefing*. 1-8.

Dujarric, R., Kim, C. & Stanley, E. A. (1998). *Korea: Security Pivot in Northeast Asia*. Hudson Institute Press.

Eberstadt, N. (1998). Nort Korea's Interlocked Economic Crisis: Some Indications from 'Mirror Statistics.' *Asian Survey*, *Vol*. 38, No. 3, 203-230.

Gancheng, Z. (1996). The Korea Unification and China's Options. *SIIS Journal*, *Vol*. 2, No. 2, 35-51.

Gentile, G. (2019). Four Problems on the Korean Peninsula. *RAND.*

Hoon, S.J. (1999). A Crack in the Wall. *Far Eastern Economic Review*. 10-14.

Hughes, C. W. (1998). Japanese Policy and the North Korean 'Soft Landing'."

The *Pacific Review*. *Vol*. 11, No. 3, 389-415.

Jinbao, Z. (1999). An Important Year in the Development of the Situation on the Korean Peninsula in 1998. *International Strategic Studies*. *No*. 1.

Kim, J. (2014). The North Korean Nuclear Weapons Crisis. *Palgrave Macmillan UK*.

Kim. K.W. (1996). No Way Out: North Korea's Impending Collapse. *Harvard International Review*. Vol. 18. No. 2

Lee, C.M. & Botto, K. (2020). Korea Net Assessment: Politicized Security and Unchanging Strategic Realities. *Carnegie Endowment for International Peace*. 1-98.

Levin, N.D. (1998). What If North Korea Survives? *Survival*. *Vol*. 39, No. 4, 156-174.

Lukin, V.P. (1997). *On Scenarios of North Korea's Change*. Seoul Sinmun.

Noland, M., Robinson, S. & Wang, T. (1999). Rigorous Speculation: The Collapse and Revival of the North Korean Economy. *Institute for International Economics Working Paper*, *No*. 99-1.

Park, Y.H. (2014). South and North Korea's Views on the Unification of the Korean Peninsula and Inter-Korean Relations. The *2nd KRIS-Brookings Joint Conference* on "Security and Diplomatic Cooperation Between RoK and US for the Unification of the Korean Peninsula" (on January 21, 2014).

Pollack, J.D., & Lee, C.M. (1999). *Preparing for Korean Unification: Scenarios and Implications*. RAND.

Reus-Smut, C. & Snidal D. (2010). *The Oxford Handbook of International Relations*. Oxford University Press.

Scalapino, R.A. (1997). *North Korea at a Crossroads*. Stanford University Press.

Schwarzenberger, G. (1951). *Power Politics*. Frederick A. Praeger.

Suh, S. (1998). *The Korean Economic Crisis: What Can We Learn from It?* Stanford University Press.

Sullivan, M.P. (1976). *International Relations: Theories and Evidence*. New Jersey Prentice Hall Inc.

Wertz, D. (2017). Inter-Korean Relations. *Issue Brief*. 1-13.

Yang, S.C. (1994). *The North and South Korean Political Systems*. Seoul Westview Press.

--Managing Change on the Korean Peninsula. (1998). *Council on Foreign Relations Report*.

--North Korea's Food Crisis. (1997). *Korea and World Affairs*. *Vol*. 21, No. 4, 568-585.

--The Ministry of National Defence, Republic of Korea. (1998). *Defence White Paper*.

--The Ministry of National Unification, republic of Korea. (1996). *Peace and Cooperation—White Paper on Korean Unification.*

--The Prospects for North Korea's Survival. (1998). *International Institute for Strategic Studies Adelphi Paper*, *No*. 323.

--US—South Korea Relations. (2022). Congressional Research Service *CRS Report R41481*, 1-61.